আমরা অপেক্ষায় আছি, আনিসুল ফিরে আসবে : রুবানা হক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭

‘আপনারা আনিসের জন্য দোয়া করবেন। আমি কখনো প্রশ্ন করিনি আল্লাহ তাকে কেন নিয়ে গেছেন। আমি জানি যেভাবে গেছেন এভাবে যাওয়ার জন্য কপাল লাগে। মৃত্যু খুব সহজ। চারমাস আমরা যুদ্ধ করেছি। উনি কিছুই টের পাননি। উনি ঘুমিয়ে ছিলেন। শুধু একদিন জেগে ছিলেন। কষ্ট আমার হয়েছে, উনার হয়নি। বেঁচে থাকাটা কঠিন। আমরা যেন সবাই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকি। আল্লাহ তাকে তার সময় মতো নিয়ে গেছেন। আমাদের তিনি শূন্য করে দিয়ে গেছেন কিন্তু তিনি খুব সুন্দরভাবে গেছেন।’

অশ্রুভেজা নয়নে এ কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের সহধর্মিণী রুবানা হক।

রুবানা হক বলেন, ‘কপালি মানুষ কপাল নিয়ে চলে গেছেন। সেটা শুধু একটি কারণে, তা হলো প্রধানমন্ত্রী তাকে সেই জায়গাটা করে দিয়েছেন। তিনি যদি সরকারে না থাকতেন তাহলে এতো মানুষের ভালোভাসা নিয়ে বিদায় নিতে পারতেন না।’

মঙ্গলবার পোশাকশিল্প প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) আনিসুল হকের স্মরণ সভার আয়োজন করে। এতে অংশ নিয়ে প্রয়াত এই মেয়রের স্ত্রী এসব কথা বলেন।

এ সময় তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আনিস কখনো চাননি কর্মহীন জীবন-যাপন করতে। তাইতো অসুস্থ অবস্থায় লন্ডনে আমার কাঁধে ভর করে হেঁটেছেন। হুইল চেয়ারে বসতে চাননি।

‘নানা রকম দল করি আমরা। এতে আনিসের কিছুই যেতো আসতো না। তিনি সবাইকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন’ উল্লেখ করে রুবানা হক বলেন, ‘আমাকে এবং আমার সন্তানদের শিখিয়েছেন সংকীর্ণ না হতে। উদার হতে।’

তিনি বলেন, ‘বারবার বলা হচ্ছে আনিস ফেরত আসবেন না। আমার স্থির বিশ্বাস এমন সহস্র আনিস বাংলাদেশে আসবে। আমরা ছোট্ট একটি ফাউন্ডেশন করেছি আনিসের জন্য। আনিসুল হক ফাউন্ডেশন। আমরা মিডিয়া উদ্যোক্তা স্পেশাল এডুকেশনে কয়েকটি ফিল্ডে স্কলারশিপ দেব। যাতে করে বারবার আমরা আনিসকে স্মরণ করতে পারি। এরকম অনেক আনিস যেন আসে। আমরা আশায় আছি অপেক্ষায় আছি আনিসুল আসবে। আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো ফর্মে ফিরে আসবে।’

স্মরণ সভায় বক্তব্য দেন বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ। বিজিএমইএর বর্তমান সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহা, স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক তপন চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুম মেয়রের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল করা হয়।

প্রসঙ্গত, আনিসুল হক ২০১৫ সালে ডিএনসিসির মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি শুধু একজন জননন্দিত মেয়রই ছিলেন না, তিনি একাধারে সফল একজন ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং টেলিভিশন উপস্থাপক ছিলেন। তিনি বিজিএমইএর সভাপতি ছিলেন, পরে এফবিসিসিআইর সভাপতি হন। পরবর্তীতে সার্ক চেম্বারের সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন।

গত ২৯ জুলাই ব্যক্তিগত সফরে সপরিবারে যুক্তরাজ্যে যান মেয়র আনিসুল হক। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৩ আগস্ট তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন তার মস্তিষ্কের রক্তনালীর প্রদাহ (সেরিব্রাল ভাস্কুলাইটিস) ধরা পড়ে। এরপর তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা দেয়া হয়। তার অবস্থার উন্নতি ঘটলে ৩১ অক্টোবর তাকে আইসিইউ থেকে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়।

২৮ নভেম্বর অবস্থার অবনতি হলে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থেকে আবার তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয় ও লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০ নভেম্বর লন্ডনের ওয়েলিংটন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি। ২ ডিসেম্বর আর্মি স্টেডিয়ামে জানাজার পর তাকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এসআই/জেডএ/আইআই